OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 104
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 824 - 831
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 824 - 831
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

‘পদরত্নাবলী’ : তত্ত্ব থেকে সাহিত্যের অভিমুখে পদাবলীর যাত্রা

অয়ন ভট্টাচার্য্য
প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী
Email ID: ayan202012@gmail.com
0009-0004-9137-9753

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Vaishnava, Rastatva, Padavali, Anthology, A-Vaishnava, Padaratnavali, Literary consciousness.

Abstract
Vaishnava Padavali stands as an eternal treasure in the history of Bengali literature. Traditionally, this body of work has long been interpreted through the rigid lenses of religious dogma and Gaudiya Vaishnava philosophy. This essay explores a modern and ‘non-sectarian’ (A-Vaishnava) literary perspective, centered specifically on ‘Padaratnavali’, an anthology compiled by Rabindranath Tagore and Srish Chandra Majumdar. The discussion illustrates that Padavali is not merely a transcendental pastime of celestial deities in Vaikuntha, but a sublime expression of the eternal love, separation, and longing of mortal human beings. The core theme of this analysis focuses on how Rabindranath’s literary consciousness transcended conventional Rasatatva (canonical aesthetics) to establish Padavali as a successful precursor to modern lyric poetry. Furthermore, it examines how the unique arrangement of verses in ‘Padaratnavali’ elevated it to the status of a pure literary anthology. By incorporating evaluations from Bankim Chandra Chattopadhyay to Professor Sisir Kumar Das, and analyzing the historical context, this essay demonstrates that 'Padaratnavali' is not just a collection, but a singular document of the humanistic and aesthetic evolution of Padavali literature.

Discussion

এক

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রায় এক হাজার বছর ব্যাপী বিস্তৃত। এই সময়পর্বের সমস্ত সাহিত্যিক নিদর্শনই রচিত হয়েছিল ছন্দবদ্ধ কাব্যের আকারে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সাধারণভাবে দুই ধরনের কাব্য লক্ষ্য করা যায়। একটি হল আখ্যান কাব্য ও অপরটি গীতাত্মক পদাবলী। উভয় প্রকার কাব্যেরই ভিত্তিপ্রস্তর ছিল ধর্ম।

মধ্যযুগের পদাবলী কাব্য রচিত হয়েছিল হিন্দু ধর্মের দুটি শাখাকে আশ্রয় করে। তাই মধ্যযুগে দুই ধরনের পদাবলী কাব্যের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলী। এর মধ্যে শাক্ত পদাবলীর ধারাটি অর্বাচীন। এর প্রচলন হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে সমহিমায় বিরাজমান। একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বৈষ্ণব কবিতা সীমাবদ্ধ ছিল ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে। বৈষ্ণব কবি ও ভক্ত ছাড়া

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 104
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 824 - 831
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সাধারণ মানুষের পক্ষে বৈষ্ণব কবিতা পাঠ ও তার রসাস্বাদন সম্ভবপর ছিল না। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য মহিমা সাহিত্য থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল বৈষ্ণব পদাবলীকে।

সময়ের সঙ্গে বদল ঘটে মানুষের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির। এর জোরেই সাহিত্যরসিক মানুষদের হাতে যখন পদাবলী এসে পৌছায়, তাঁদের একাংশ চেষ্টা করেন পদাবলীকে ধর্মীয় তত্ত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে সাহিত্য জগতে স্থান করে দেওয়ার। এরকমই দু'জন ব্যক্তিত্ব হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। তাঁদের সম্পাদিত 'পদরত্নাবলী' গ্রন্থ পদাবলীর নবদিগন্ত উন্মোচিত করে।

শুধু 'পদরত্নাবলী' নয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন পদাবলী সংক্রান্ত আলোচনা পদাবলী সাহিত্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তাঁদের পদাবলী পাঠ ধর্মের অন্তরাল থেকে পদাবলীর শিল্পকর্ম ও পদকর্তাদের মনস্তত্ত্বকে উপলব্ধি করার সুযোগ করে দিয়েছে। তাঁদের পাঠে পদাবলী হয়ে উঠেছে নিখাত প্রেমের কবিতা। যার ফলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে তত্ত্বের জটিলতা না বুঝেও পদাবলীর মাধুর্য আস্বাদন সম্ভব হয়েছে।

দুই

পদাবলী পাঠ ও চর্চার ক্ষেত্রে বৈষ্ণবীয় চিন্তা ও ভাবধারার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যে কারণে শ্যামাপদ চক্রবর্তী বলেছেন–

> "পদাবলী কাব্য বুঝিতে হইলে আগে চিনিতে হয় সমষ্টিগতভাবে বৈষ্ণবকে।"[১]

এই বৈষ্ণবের ধারা বাংলার ইতিহাস ও সমাজ জীবনে কীভাবে প্রবাহিত হয়েছে, সে বিষয়ে স্বল্পবিস্তর অবগত হওয়া প্রয়োজন।

বঙ্গের বৈষ্ণব ধর্ম চৈতন্যদেবকে মধ্যমণি করে দুটি যুগে বিভক্ত। যথা - ক) চৈতন্যপূর্ব যুগ; খ) চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্য পরবর্তী যুগ।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্বকাল থেকেই বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচলন ছিল। এই বৈষ্ণব ধর্মের মূল আধার ছিল রাধা কৃষ্ণের প্রণয় ও মিলন বৃত্তান্ত। যার নিদর্শন মেলে হালের 'গাথা সপ্তসতী', জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', এছাড়া চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলীর সর্বক্ষেত্রে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে 'গাথা সপ্তসতী' ও 'গীতগোবিন্দ' তো বাংলা কাব্য নয়; বিদ্যাপতিও মিথিলার কবি, তাহলে বাংলায় বৈষ্ণবতার ধারা বোঝাতে এদের প্রসঙ্গ অবতারণার যৌক্তিকতা কোথায়? হাল, জয়দেব ও বিদ্যাপতি যথাক্রমে প্রাকৃত, সংস্কৃত ও মৈথিলি ভাষায় কাব্য রচনা করলেও তাঁদের রচনার বিষয়, ভাষা ও ভাবের কারণে বাংলার সমাজ ও সাহিত্য তাদেরকে আত্মস্থ করেছে। চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের কাব্যগুলিতে ছিল মধুর রসের ছড়াছড়ি। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 'পদররত্নাবলী' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন –

> "চৈতন্যদেব জন্মিবার বহু পূর্ব হইতে বৈষ্ণব ধর্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, কিন্তু অপূর্ণ ভাবে। কেননা তখন সে ধর্ম কেবল রাধাকৃষ্ণের যৌন সম্বন্ধের ওপর সংস্থাপিত।"[২]

এই সময়ের রছিত পদগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এখানে রাধা কৃষ্ণের ঐশ্বরিক মহিমা ছাড়িয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মানব মানবীর প্রেমের বিভিন্ন অনুভুতি। যে কারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা একে যথাযথ বৈষ্ণবতা বলে মনে করেননি।

বঙ্গে বৈষ্ণবতার প্রসার মূলত চৈতন্য সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগে। চৈতন্যদেব তাঁর প্রেমভাব ও ভক্তিবাদী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সমগ্র বাংলাকে প্রেম ও ভক্তির মাধুর্যে প্লাবিত করেছিলেন। বাংলার পর তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ ভারত, বৃন্দাবন ও নীলাচলে। তাঁকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় পদাবলীর এক নতুন শাখা। চৈতন্যদেবের সহচরগণ তাঁকে রাধাকৃষ্ণের যুগল অবতার স্বীকার করে নিয়ে নতুন দুই ধারার পদ রচনা করতে শুরু করেন। যা পরিচিতি পায় গৌরচন্দ্রিকা ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রূপে।

এর পরবর্তীকালেই ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলায় আবির্ভাব ঘটে জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস বলরাম দাস, নরহরি সরকার, লোচন দাস, বাসু ঘোষ, বসন্ত রায় প্রমুখের মতো এক ঝাঁক বৈষ্ণব পদকর্তার। তাই এই সময়কালকেই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 104
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 824 - 831
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিমানবিহারী মজুমদার 'পদাবলী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ'[৩] বলে চিহ্নিত করেছেন। এই ষোড়শ শতাব্দীতেই বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামী কর্তৃক সৃষ্টি করা হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব রসতত্ত্ব।

এই বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব ও দর্শনে কৃষ্ণ রতি প্রাপ্তির জন্য পাঁচটি রসের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। এগুলি হল - শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই রসতত্ত্ব বিষয়ক বহু গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা রচনা করেছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বল নীলমণি'। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন এবং 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে রয়েছে মধুর রসের বিশদ বিবরণ ও তার বিভিন্ন পর্যায়ে নায়ক নায়িকার মনস্তত্ত্বের কথা। ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ ও সংকলনগুলি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত এই গ্রন্থগুলির দ্বারা।

ষোড়শ শতাব্দীতেই শ্রীরূপ গোস্বামী 'পদ্যাবলী' নামে একটি বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থ সংকলন করেন। এই গ্রন্থটি সংকলন করা হয় 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে বর্ণিত রসতত্ত্ব ও তার বিভিন্ন পর্যায় অনুসরণ করে। যে কারণে অধিকাংশ বৈষ্ণব এই গ্রন্থটিকে প্রথম যথার্থ পদাবলী সংকলন গ্রন্থ রূপে স্বীকার করেছেন। এই ধারাই অনুসৃত হয়েছে বাংলা পদাবলী সংকলনের ইতিহাসে। অনেক সাহিত্যের ইতিহাসকারের মতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম পদাবলী সংকলন গ্রন্থ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ক্ষনদাগীতচিন্তামণি'; অবশ্য হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে, শ্রীখন্ডের রামগোপাল দাসের 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সংকলন গ্রন্থ।[৪] এরপর সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বাংলায় বহু বৃহদায়তন পদাবলী গ্রন্থ সংকলন করা হয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল -

- গীতচন্দ্রোদয় - নরহরি চক্রবর্তী
- পদামৃতসমুদ্র - রাধামোহন ঠাকুর
- পদকল্পতরু - গোকুলানন্দ সেন
- পদরত্নাকর - কমলাকান্ত দাস
- পদরসসার - নিমানন্দ দাস
- পদকল্পলতিকা - গৌরমোহন দাস
- সংকীর্তনামৃত - দীনবন্ধু দাস প্রভৃতি।

উপরিক্ত সকল গ্রন্থেই সংকলয়িতা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন অনুযায়ী পদ সংকলন করেছেন। এখানে প্রায় সর্বত্রই পদগুলি নায়কভেদ ও নায়িকাভেদের বিভিন্ন পর্যায়ে যথা - পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মিলন, মান, বিরহ, ভাব সম্মেলন ইত্যাদি পর্বে বিন্যস্ত। এই পর্যায়ক্রম ও বিন্যাসরীতি দ্বারাই পরবর্তীকালে বৈষ্ণবের পদাবলী পাঠ নিয়ন্ত্রিত। অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশের মতে –

> "এই সংকলনগুলির প্রত্যেকটিরই বৈশিষ্ট হল একটি শাস্ত্রীয় কাঠামো তৈরির চেষ্টা। বৈষ্ণব পদসজ্জারীতির একটা কাঠামো তৈরি করা হল এখানে। পূর্বরাগ-অনুরাগ-আক্ষেপানুরাগ ইত্যাদি যে ক্রমে আমরা আজ বৈষ্ণব কবিতা পড়তে অভ্যস্ত হয়েছি তার ধাঁচটা এখানেই বিশেষ মান্যতা অর্জন করল।"[৫]

অর্থাৎ এইভাবেই সংকলনগুলি বৈষ্ণব কাব্য পাঠের একটি প্রকৃতি নির্দেশ করে দিল।

তিন

বৈষ্ণবদের কাছে –

> "বৈষ্ণব পদাবলী ধর্মসাহিত্য। বৈষ্ণব তত্ত্ব ও দর্শনের রসভাষ্য। ধর্মকে বাদ দিয়ে এই সাহিত্যের আলোচনা চলে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে এককথায় প্রেমধর্ম বলা হয়, রাধা-কৃষ্ণের অলৌকিক প্রেমলীলাই বৈষ্ণব পদাবলীর মুখ্য বিষয়।"[৬]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 104
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 824 - 831
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বৈষ্ণবেরা এই প্রেমকে অলৌকিক বলেছেন তার কারণ, তাঁরা মনে করেন কৃষ্ণ সমগ্র জগতের অধিপতি এবং রাধা হল সচ্ছিদানন্দ কৃষ্ণের আনন্দরূপিনী হ্লাদিনী শক্তি। এইজন্য তাঁদের কাছে এই প্রেমের অবস্থান জাগতিক নর-নারীর প্রেমের অনেক উর্ধ্বে। কিন্তু এই অলৌকিকতাকে অতিক্রম করে ধর্মীয় অনুসঙ্গ ও তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা থেকে পদাবলীকে বের করে আনাই অবৈষ্ণবের লক্ষ্য। এখানে উল্লেখিত 'অবৈষ্ণব' শব্দটি কোন ধর্মীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে নির্দেশ করে ব্যবহার করা হয়নি। 'বৈষ্ণব' একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়, যা রাধাকৃষ্ণ কেন্দ্রিক বিভিন্ন ঐশ্বরিক কাহিনি ও জটিল তত্ত্বকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। তাঁদের কাছে পদাবলীও এই তত্ত্ব ও কাহিনিরই একটা অঙ্গ। কিন্তু যাঁরা পদাবলীকে এই অলৌকিক কাহিনি ও তত্ত্বের আধার থেকে বের করে এনে মর্ত মানব-মানবীর লৌকিক প্রেমচিত্র রূপে দেখে এর মধ্যে থেকে সাহিত্য রস খুঁজে নিতে চেয়েছেন, তাঁরাই এখানে 'অবৈষ্ণব' হিসাবে বিবেচিত। এখানে 'অবৈষ্ণব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষ এক মননশীল চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিভূ রূপে।

আমাদের আলোচনা 'পদরত্নাবলী'কে সামনে রেখে। তাই এই গ্রন্থের দুই সংকলয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার পদাবলী পাঠের ক্ষেত্রে কতখানি বৈষ্ণবীয় প্রভাব মুক্ত হতে পেরেছেন এবং এক নতুন অবৈষ্ণবীয় পাঠ কীভাবে তাঁদের চিন্তায় এবং 'পদরত্নাবলী' গ্রন্থে পরিস্ফুট হয়ে এক অনন্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন তা আমাদের আলোচ্য বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাল্য বয়স থেকেই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন। তিনি প্রথম প্রায় চোদ্দো বছর বয়সে সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' থেকে বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করেন।[৭] প্রথম থেকেই তিনি পদাবলীকে দেখেছেন এক সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। পদাবলী তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে আধুনিক গীতিকবিতার পূর্বসূরী রূপে। তাঁর মনে হয়েছে এই গীতিকবিতার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল ওই পদাবলীর যুগে। বৈষ্ণব পদাবলীকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রেখে বিচার করাও ছিল চিন্তার অভিনবত্ব।

বৈষ্ণব পদাবলীকে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে পাঠ করতে চেয়েছেন তা ধরা পড়েছে তাঁর একের পর এক রচনায়। যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বৈষ্ণব কবিতা'। এই কবিতার ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত হয়েছে পদাবলীর বৈষ্ণবীয় পাঠ-রীতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পাঠের তীব্র বিরোধের চিত্র। এখানে তিনি বলেন -

"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান!
পূর্বরাগ অনুরাগ, মান-অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন,
বৃন্দাবনগাথা - এই প্রণয়-স্বপন
শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
শরম সম্ভ্রমে - একি শুধু দেবতার!"[৮]

অর্থাৎ, এখানে প্রথমেই তিনি প্রশ্ন করেছেন পদাবলীর উপর আরোপ করা বৈষ্ণবীয় তত্ত্বকে। পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মিলন, মান, বিরহ প্রভৃতি পর্যায়ের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তিনি সন্দীহান। তাঁর মতে বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ণিত প্রেমের চিত্র শুধু বৈকুণ্ঠলোকের ঐশ্বরিক প্রেমের চিত্র নয়, তা মর্ত্য মানব-মানবীর প্রেমেরও উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। বৈষ্ণব কবিরা কেউ ঈশ্বরের রূপ ও তাঁদের প্রেমলীলা কিছুই প্রত্যক্ষ করেননি। তাই রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিদের উদ্দেশে কঠোর প্রশ্নবান নিক্ষেপ করে জানতে চেয়েছেন -

"সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 104
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 824 - 831
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিজন বসন্তরাতে মিলনশয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি! এত প্রেমকথা—
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে! আজ তার নাহি অধিকার
সে সংগীতে! তারি নারীহৃদয়-সঞ্চিত
তার ভাষা হতে তারে করিবে বঞ্চিত
চিরদিন!”[৯]

এখানে বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, বৈষ্ণব কবিতার বিষয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নায়ক-নায়িকার বর্ণনা সবই মর্ত্যলোক থেকে আহরিত। তাই পদাবলী কাব্য বিষ্ণুর সাধন ভজনের অঙ্গ হলেও তার ওপর মর্তবাসীর অধিকার সর্বাগ্রে।

রবীন্দ্রনাথের অবৈষ্ণবীয় পাঠ বৈষ্ণব কবিতার আরও একটি দিক উন্মোচন করে। এটি হল পদাবলীর ভাব, ভাষা, ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগে বৈষ্ণব কবিদের কৃতিত্ব। এর আগে বৈষ্ণব পদাবলী ছিল তাত্ত্বিক বন্ধনে আবদ্ধ ও বিষয় মুখ্য। তাই দীর্ঘদিন বৈষ্ণব কবিতার প্রকরণ ও বৈষ্ণব কবি উভয়েই ছিল অনালোকিত অবস্থায়। একাধিক প্রবন্ধ রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি বিভিন্ন বৈষ্ণব কবির শৈল্পিক গুণ বিচার বিশ্লেষণ করেন। ‘চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন –

> “বিদ্যাপতি সুখের কবি, চন্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহ কাতর হইয়া পড়েন, চন্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই।”[১০]

মন্তব্যের যথার্থতার দিকে না গিয়ে একথা বলা যায় যে, একই বিষয়ে ভিন্ন কবির সাপেক্ষে কীভাবে নতুন রূপ পায় তা বৈষ্ণব পাঠকদের পক্ষে নিরূপণ করা সহজসাধ্য ছিল না। এছাড়া তিনি ‘বসন্ত রায়’ শীর্ষক প্রবন্ধের মধ্যেও বসন্ত রায় ও বিদ্যাপতির রচনাশৈলী, ভাষা ও ভাবের বৈচিত্র নিয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীকে তাঁর সাহিত্য রচনার বিভিন্ন স্থানে সুন্দর ভাবে ব্যবহার করেছেন। কখনও তাঁর স্মৃতিকথা মূলক রচনা ‘ছেলেবেলা’তে তিনি নিজের একাকীত্ব বোঝাতে উদ্ধৃত করেন - “এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।” আবার কখনও পদাবলীর চরণ বুঝিয়ে দেয় তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের মানসিক অবস্থা। সুতরাং বলা যায়, পদাবলী বন্ধন মুক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মতো অবৈষ্ণব পাঠকের হাতে পড়ে।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন –

> “ ‘পদকল্পতরু’ এবং তাদৃশ অন্যান্য পদাবলীর প্রকাণ্ড গ্রন্থগুলি যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, শ্রীকৃষ্ণের লীলার সঙ্গে গৌরাঙ্গের আধ্যাত্মিক লীলার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অবতারত্ব স্থাপন করাই পরবর্তী মহাজনদের উদ্দেশ্য।”[১১]

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যই সকল পদাবলী গ্রন্থের শুরুতেই থাকে গৌরচন্দ্রিকা ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ। কিন্তু ‘পদরত্নাবলী’ এর ব্যতিক্রম। কারণ ‘পদরত্নাবলী’ পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল বিশুদ্ধ সাহিত্য রস। তাই ধর্মীয় তত্ত্বকে পাশে সরিয়ে রেখে এই গ্রন্থে প্রারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা না দিয়ে, দেওয়া হয়েছে শিশু কৃষ্ণের জন্মের একটা স্নিগ্ধ মানবীয় চিত্র। এই গ্রন্থের শুরুতেই রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও গোষ্ঠ লীলার বেশ কিছু পদ। যার মধ্যে সখ্য ও বাৎসল্য রস সুনিপুণ প্রকাশ ঘটেছে। এর পরবর্তীতেও পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মিলন, মান, বিরহের মতো বৈষ্ণবীয় পর্যায় বিভাজন এখানে নেই। এখানে পদগুলি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে ফুটে উঠেছে দুই যুবক-যুবতীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ থেকে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 104
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 824 - 831
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শুরু করে ধীরে ধীরে প্রেমের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়ার দৃশ্য এবং নায়িকার বিরহের মধ্যে দিয়ে তার অবসান। গ্রন্থের সম্পাদকগণ চৈতন্যদেবের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হওয়ায় পরবর্তীকালে গ্রন্থের শেষে পাঁচটি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ সংযোজন করেন। এই গ্রন্থের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, এখানে যাতে পাঠকরা নির্বিঘ্নে রসাস্বাদন করতে পারেন সেকথা মাথায় রেখে কোন পদের শেষে পাদটিকা দেওয়া হয়নি।

এই গ্রন্থের পদ বিন্যাস নিয়ে 'গ্রন্থ প্রসঙ্গ' অংশে বলা হয়েছে –

> "বিরহ ও সম্ভোগের বিচিত্র বিন্যাসে বৃন্দাবনলীলার মধ্য দিয়া বৈষ্ণব কবিতার 'গীত-উৎসব মাঝে' রবীন্দ্রনাথ 'পদরত্নাবলী'র পাঠক পাঠিকাগনকে যেন নিমগ্ন করিতে চাহিয়াছেন।"[১২]

আবার বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন –

> "রবীন্দ্রনাথ এমন কৌশলের সঙ্গে পদগুলি সাজাইয়াছেন যে পাঠকদেরও তিনি কবি করিয়া তুলিতেছেন।"[১৩]

অর্থাৎ 'পদরত্নাবলী' গ্রন্থের মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব অবৈষ্ণব সর্ব স্তরের পাঠকের পদাবলীর সাথে যোগসূত্র স্থাপন হয়েছে এবং এই গ্রন্থ পদাবলীকে আশ্রয় করে থাকা মানবিক প্রেমের অনন্ত রহস্যকে উন্মোচিত করেছে। এই মানবিক রহস্যের উন্মোচনকে আরও নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করা যায় 'পদরত্নাবলী'র বিশেষ কিছু পদের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যাপতির 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটি যখন এই সংকলনে স্থান পায়, তখন তা কেবল কৃষ্ণের বিরহে রাধার শাস্ত্রীয় ব্যাকুলতা থাকে না; বরং তা হয়ে ওঠে চিরন্তন নিঃসঙ্গতার এক অসামান্য গীতিধারা। আবার চণ্ডীদাসের 'সই, কেবা শুনাইল শ্যামনাম' পদের মধ্য দিয়ে যে মন্ময়তা প্রকাশ পেয়েছে, সংকলয়িতাদ্বয় তাকে আধ্যাত্মিক মন্ত্র হিসেবে না দেখে প্রেমের এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক দশা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। পদগুলির এই রসদুগ্ধ বিন্যাস পাঠককে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির সাথে একাত্ম করে তোলে। ফলে রাধা আর কেবল কোনো পৌরাণিক চরিত্র থাকেন না, তিনি হয়ে ওঠেন রক্ত-মাংসের এক বিরহী নারী, যার অশ্রু প্রতিটি সংবেদনশীল ও আধুনিক পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করে।

চার

একটি গ্রন্থ তার ভাবনার বিকাশে কতখানি সার্থক ও কালোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছে তা বোঝা যায়, গ্রন্থটি পাঠ করে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গুণী মানুষেরা তা নিয়ে কী পর্যবেক্ষণ রেখেছেন তার ওপর ভিত্তি করে। তাই 'পদরত্নাবলী' গ্রন্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিশিষ্ট জনের মন্তব্যের নিরিখে গ্রন্থটির যতসামান্য মূল্যায়নের চেষ্টা করব।

'পদরত্নাবলী' প্রকাশের পর শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে এই গ্রন্থের একটি কপি পাঠান। এই গ্রন্থ পাঠ করে বঙ্কিমচন্দ্র ১৫ই আশ্বিন ১৯৯২ সালে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে তিনি বলেন-

> " 'পদরত্নাবলী' পাইয়াছি। কিন্তু সুখ্যাতি কাহার করিব? কবিদিগের না সংগ্রহকারদিগের?"[১৪]

অর্থাৎ বৈষ্ণব পদ রচনায় কবিরা যেমন কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, তেমনই উৎকৃষ্ট পদরত্ন সন্ধান করে সেগুলিকে গ্রন্থের মধ্যে সুন্দরভাবে সাজিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী নির্মাণের ক্ষেত্রেও সংগ্রহকারগণ সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্র ওই চিঠিতে আরও বলেন –

> "তুমি এবং রবীন্দ্রনাথ যখন সংগ্রহকার, তখন সংগ্রহ যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা কেহই সন্দেহ করিবে না এবং আমার সার্টিফিকেট নিস্প্রয়োজন।"[১৫]

বিমানবিহারী মজুমদার ১৩৬৮ সালে 'রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর স্থান' গ্রন্থে 'পদরত্নাবলী'র পূর্ণাঙ্গ সমালোচনার সঙ্গে পদগুলি পুনরায় প্রকাশ করেন। এটি 'পদরত্নাবলী' বিষয়ক একমাত্র পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। 'পদরত্নাবলী' দীর্ঘদিন মুদ্রিত না হওয়ায় বিমানবিহারী মজুমদার এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি 'পদরত্নাবলী' নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর যে একটি মন্তব্যে 'পদরত্নাবলী'র সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব উপস্থাপন করা যায় তা হল –

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 104
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 824 - 831
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "পদরত্নাবলীই মহাজন পদাবলীর সর্বপ্রথম সংকলন যাহা বৈষ্ণব ধর্মের সাধন-ভজনের অঙ্গ হিসাবে লিখিত হয় নাই। বিশুদ্ধ সাহিত্যিক রস পরিবেশন করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য।"[১৬]

আবার আধুনিক কালের অন্যতম সাহিত্য সমালোচক অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ 'পদরত্নাবলী' নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন –

> "বৈষ্ণব কবিতায় আধ্যাত্মিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ, ...তাঁর সংকলনেও উদভাসিত হল বৈষ্ণব কবিতার নতুন মূল্য, আধ্যাত্মিক ও মানবিক অনুভূতির টানাপোড়েন শুরু হলো এইখানে।"[১৭]

এই তিনজনের মন্তব্য উদ্ধৃতির মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে স্পষ্ট হল ভিন্ন সময়ের ও ভিন্ন ভাবধারার মানুষের কাছে 'পদরত্নাবলী' কেন প্রাসঙ্গিক। এই তিনজনের মন্তব্য দ্বারা আমরা বোঝার চেষ্টা করলাম, বাংলা সাহিত্যে যাঁদের হাতে আধুনিকতার সূচনা তাঁদের মধ্যে অন্যতম বঙ্কিমচন্দ্র, বৈষ্ণব সাহিত্যের আধুনিকীকরণকে কীভাবে দেখেছেন; বিমানবিহারী মজুমদার বৈষ্ণবীয় ভাবধারার একজন মানুষ হয়ে অবৈষ্ণবের পদাবলী সংকলনকে কীভাবে গ্রহণ করেছেন এবং আধুনিক যুগের একজন প্রতিনিধি অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ 'পদরত্নাবলী'কে কতখানি মূল্য দিয়েছেন।

এছাড়াও ইতিহাসের প্রেক্ষিতেও 'পদরত্নাবলী' গ্রন্থটি বিশেষ গুরুত্ববাহী। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের যুগে শিক্ষিত বাঙালি সমাজ যখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষিত হয়ে নিজেদের শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল, তখন 'পদরত্নাবলী' তাদের সামনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। তৎকালীন 'ইয়ং বেঙ্গল' বা নব্য শিক্ষিতদের কাছে বৈষ্ণব পদাবলী ছিল কেবলই সেকেলে ধর্মীয় সংকীর্তন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র এই সংকলনের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, পদাবলী সাহিত্য আসলে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং আধুনিক গীতিকবিতার আদি উৎস। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, শেক্সপিয়র বা শেলীর কবিতায় যে প্রেমের উচ্চতর প্রকাশ দেখা যায়, তার চেয়েও গভীর এবং সূক্ষ্ম জীবনবোধ আমাদের এই বৈষ্ণব পদকর্তাদের লেখনীতে বিদ্যমান ছিল। এই সংকলনটি কেবল গ্রন্থ হিসেবে নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে কাজ করেছিল যা বাঙালিকে তার হারানো সাহিত্যিক ঐতিহ্যের প্রতি পুনরায় শ্রদ্ধাশীল করে তোলে।

পাঁচ

'পদরত্নাবলী' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১০ই বৈশাখ ১২৯২ সালে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল এটি তার মধ্যে ক্ষুদ্রতম। এই গ্রন্থ ক্ষুদ্রতম হওয়ার পিছনে যে ভাবনা কাজ করেছিল রবীন্দ্রনাথ নিবেদন অংশে তা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন –

> "অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালি যে বৈষ্ণব কবিগনের পরিচয় গ্রহণ করেন না, আমাদের বোধ হয় ইহার একমাত্র কারণ - বৈষ্ণব কাব্য শাস্ত্রের অতি বিস্তৃতি। সেই অসুবিধা দূর করিবার জন্যই পদরত্নাবলীর জন্ম।"[১৮]

অর্থাৎ এই গ্রন্থ ক্ষুদ্রায়তন হওয়া তার সীমাবদ্ধতার পরিচয় নয়, বরং ক্ষুদ্রায়তন হওয়ার কারণে এই গ্রন্থটি সমাজে এক শ্রেণীর পাঠকের সীমাবদ্ধতাকে দূর করতে প্রয়াসী হয়েছিল। পদাবলী সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদগুলিকে নির্বাচন করে স্বল্প পরিসরের মধ্যে স্থান করে দেওয়া হয় এই গ্রন্থে।

'পদরত্নাবলী' এমন এক পদ সংকলন গ্রন্থ যার কোনো পূর্বসূরী নেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এখনও পর্যন্ত এর কোনো প্রকৃত উত্তরসূরীও তৈরি হয়নি। অর্থাৎ সংকলনের এই ধারা পরবর্তীকালে আর যথাযথভাবে অনুসৃত হয়নি। 'পদরত্নাবলী' বাংলা সাহিত্যে শাখা বিস্তার করতে না পারলেও তার ভাব বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। বাঙালিরা সম্পূর্ণ রূপে এই অবৈষ্ণবীয় ভাবকে আত্মস্থ করতে পারেনি। কিন্তু পুরোপুরি ভাবে তার বর্জনও করতে পারেনি। তাই বর্তমানে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব উভয় প্রকার ভাব মিশ্রিত হয়ে তৈরি হয়েছে জীবাত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্ব। এখানে পরমাত্মা হলেন কৃষ্ণ, যা বলা হয়েছে বৈষ্ণব দর্শনে। আবার রাধা হলেন জীবাত্মা বা মানবী রুপিনী, যা অবৈষ্ণব মতাদর্শের প্রতীক।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রবীন্দ্রনাথ পদাবলীকে যেভাবে দেখতে চেয়েছিলেন, আজ শতাধিক বছর পরেও আমরা সেই মতকে বুঝে তার প্রচার ও প্রসার ঘটাতে পারিনি। সুতরাং আধুনিক ভাবনাচিন্তা দিয়ে পদাবলীর অবৈষ্ণবীয়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 104
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 824 - 831
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পাঠকে পূর্ণরূপে বিকশিত করে তোলার জন্য এই বিষয় নিয়ে আরও বিস্তারিত চর্চা ও গবেষণার অবকাশ ও প্রয়োজনীয়তা দুইই রয়েছে।

Reference:

১. মিত্র, অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ et al, সম্পাদকগন, 'বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন)', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বালিগঞ্জ. কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত), চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ/ মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র, 'পদরত্নাবলী', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন. কলকাতা ৭০০০০৯, ভাদ্র ১৪২১ (তৃতীয় মুদ্রণ), পৃ. ৩২৯
৩. মজুমদার, শ্রীবিমানবিহার, 'রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর স্থান', বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শঙ্কর ঘোষ লেন. কলিকাতা-৯, পৃ. ১
৪. মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ, 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড. কলিকাতা-৯, বৈশাখ ১৩৫৩ (প্রথম প্রকাশ), ভূমিকা
৫. দাশ, শিশিরকুমার, 'হেমকল্পতরু', 'ফুলের ফসল: সংকলনের রাজনীতি', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড. কলকাতা- ৭০০০২০, এপ্রিল ১৯৯৮ (প্রথম প্রকাশ), পৃ. ৩১
৬. মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার, 'উজ্জ্বল নীলমণি (তথ্যে ও তত্ত্বে)', প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট. কলকাতা ৭০০০০৯, এপ্রিল ২০২১ (পুনর্মুদ্রন), পৃ. ৪২
৭. ঠাকুর, শ্রীরবীন্দ্রনাথ, 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী', 'রবীন্দ্র রচনাবলী' (প্রথম খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বৈশাখ ১৩৬৮ (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ), পৃ. ১২৭
৮. ঠাকুর, শ্রীরবীন্দ্রনাথ, 'বৈষ্ণব কবিতা', 'রবীন্দ্র রচনাবলী' (প্রথম খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বৈশাখ ১৩৬৮ (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ), পৃ. ৩৬৭
৯. তদেব পৃ. ৩৬৮
১০. ঠাকুর, শ্রীরবীন্দ্রনাথ, 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি', 'রবীন্দ্র রচনাবলী' (প্রথম খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বৈশাখ ১৩৬৮ (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ), পৃ. ৬২৯
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ/ মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র, 'পদরত্নাবলী', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন. কলকাতা ৭০০০০৯, ভাদ্র ১৪২১ (তৃতীয় মুদ্রণ), পৃ. ৩৩১
১২. তদেব পৃ. ৩৪৩
১৩. মজুমদার, শ্রীবিমানবিহার, 'রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর স্থান', বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শঙ্কর ঘোষ লেন. কলিকাতা-৯, পৃ. ৪৮
১৪. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবিধ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ২৪৩/১ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড. কলকাতা ৭০০০০৬, আশ্বিন ১৪১৭ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ৩৭৬
১৫. তদেব পৃ. ৩৭৭
১৬. মজুমদার, শ্রীবিমানবিহার, 'রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর স্থান', বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শঙ্কর ঘোষ লেন. কলিকাতা-৯, পৃ. ৪৬
১৭. দাশ, শিশিরকুমার, 'হেমকল্পতরু', 'ফুলের ফসল: সংকলনের রাজনীতি', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড. কলকাতা- ৭০০০২০, এপ্রিল ১৯৯৮ (প্রথম প্রকাশ), পৃ. ৩২
১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ/ মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র, 'পদরত্নাবলী', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন. কলকাতা ৭০০০০৯, ভাদ্র ১৪২১ (তৃতীয় মুদ্রণ), পৃ. ৭